Sanatan Dharma

গুজবে কান দেবে না

অম্বুবাচী কোনো অপবিত্র তিথি নয়। অদ্বৈত শৈব আগমোক্ত পরম্পরা গুলির অবলুপ্তি তথা তন্ত্র শাস্ত্রের উপর এবং বড় বড় মন্দির গুলোতে স্মার্ত, বৈষ্ণব এবং স্মার্ত ঘেঁষা শাক্তদের আগ্রাসন এর ফলস্বরূপ এই অম্বুবাচী সম্পর্কে এইসব কুৎসা আর স্বঘোষিত নিয়ম রটছে, কেননা তেনারা তো আর অম্বুবাচী এর মূল তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত নয়।
'অম্বু' অর্থাৎ রসবিশেষ (ব্যাপকার্থে), যার থেকে এই সমগ্র বিশ্বচরাচর নির্মিত।
তন্ত্রালোক এর চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩৭ নং শ্লোক ব্যাখ্যা -
" অম্বুবাহা বহেৎ বামা মধ্যমা শুক্রবাহিনী |
দক্ষস্থা রক্তবাহা চ .... || "
----- বামা অর্থাৎ ইড়া নাড়ি অম্বুবাহী, মধ্যমা তথা সুষুম্না শুক্রবাহিনী এবং দক্ষিণা অর্থাৎ পিঙ্গলা রক্তবাহিনী। এই তিন নাড়ির সংযোগস্থল ব্রহ্মদ্বারে অর্থাৎ আমাদের গুহ্যদেশে, ইহারা মিলে গঠন করে গুহ্যচক্র। এই গুহ্যচক্র থেকেই বিন্দু ও নাদের মিলনের দরুণ এই মহাকামকলাত্মক সৃষ্টির সৃজন হয়েছে। তাই অম্বুবাচী যদি অপবিত্র কোনো বস্তু হয়, তবে সমগ্র জগৎ সংসারই অপবিত্র।
বিশ্বোত্তীর্ণ শিব যখন নিজের স্বাতন্ত্র্য শক্তির দ্বারা নিজেরই অন্তরে সুপ্তভাবে নিহিত বীজ স্বরূপ বিশ্বময় জগৎ রূপি স- কার স্বরূপ সেই পীযূষ রসকে আস্বাদন করেন, তখন তিনি আনন্দময়তা লাভ করেন এবং তাঁর অন্তরে বিশ্ব সৃষ্টির সিসৃক্ষা জন্মে। সুতরাং সেই পীযূষ রস তথা অম্বু-ই সর্বভূতের কারণ তথা ব্রহ্মযোনি তথা ইহা হতেই অনন্ত বিশ্বের স্থূল সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই সমগ্র জগৎ ই হংস - হংসাত্মক, তাহলে অম্বুবাচী কি করেই বা অপবিত্র হয় ??
মহামাহেশ্বরাচার্য বলছেন -
" তৎপুনঃ পীবতী প্রীত্বা হংস-হংসেতি স্ফুরণ্ || ১৩৬ ||
পঞ্চারে সবিকারঃ অথ ভূত্বা সোমস্রুতামৃতাৎ || ১৩৭ ||
ধাবতি ত্রিরসারাণি গুহ্যচক্রাণ্যসৌ বিভুঃ | "
(শ্রীতন্ত্রালোক/ চতুর্থ আহ্নিক)
-- হংস রূপি সেই পরমেশ্বর সদাশিব স্বেচ্ছায় নিজে স্বাতন্ত্র্য শক্তির দ্বারা সংকুচিত হয়ে পাঞ্চভৌতিক দেহে ধারণ করেন অর্থাৎ যোগী স্বরূপ ধারণ করেন এবং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত চন্দ্রমণ্ডল হতে নিঃসৃত সোমকলামৃত পান করে ব্রহ্মানন্দ অবস্থায় উপনীত হন, তিনি বিচরণ করেন ব্রহ্মদ্বারের সেই মুক্তত্রিবেণী গুহ্যচক্রে, যা অম্বু, রক্ত ও শুক্র এই তিন প্রকার অম্বুরস দ্বারা সদা সিঞ্চিত। সেই গুহ্যচক্রই মূলত শিব-শক্ত্যাত্মক মহাকামকলা, ইহাই কামাখ্যা, পরমশিবের স্বাতন্ত্র্য শক্তি। ইহা হতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও অনাখ্য (তিরোভাব ও অনুগ্রহ) এই ক্রম চলতে থাকে। ইহা শুধুমাত্র শিবের সৃষ্টি উন্মুখতাকেই নয় বরং পরম বিশ্রান্তি পরমশিব অবস্থারও বোধক। তাই শিব যোগীর চিত্ত সর্বদা প্রশান্ত হয়েও, তার দেহে অনবরত পঞ্চকৃত্য তথা ভবন-ক্রিয়া ক্রমাগত চলছে। ইহাই অম্বুবাচীর মর্মার্থ। প্রত্যেক মুহূর্তেই অম্বুবাচী, যা ক্রম চক্রেরই বোধক।
গোরক্ষ বাণী - তে বলা হয়েছে " সক্তি রুপী রজ আছৈ সিব রুপী ব্যংদ " - শক্তিই সাক্ষাৎ নাদ রূপা রজ এবং শিবই বিন্দুরূপি শুক্র। (গোরক্ষ বাণী/ পদ/১২.৫)

Published on: Jun, 24 2025 12:17

সাক্ষাৎ গোরক্ষশতকমে মহাসিদ্ধ গোরক্ষনাথ বলছেন -
" বিন্দু শিবো রজ শক্তিশ্চন্দ্র বিন্দুরজো রবিঃ ।
উভয়ো সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরং পদম্ ।। ৭৪ ।।
বায়ুনা শক্তিচারেণ প্রেরিতং তু মহারজঃ ।
যাতি বিন্দোঃ সহৈকত্বং ভবেৎ দিব্যপূস্তদা ।। ৭৫
শুক্র চন্দ্রেণ সংযুক্তং রজঃ সূর্যেণ সংযুক্তম্ ।
তয়োঃ সমরসৈক্যত্বং যো জানাতি স যোগবিদ্ ।।৭৬ ।। "
(গোরক্ষশতম্)
--- অর্থাৎ বিন্দু বা বীর্য শিব এবং রজ (নাদ) সাক্ষাৎ শক্তি। বিন্দু চন্দ্রকলাত্মক শ্বেত বর্ণের এবং রজঃ সূর্যকলাত্মক রক্ত বর্ণের। (এই দুই মিলেই হয় বিসর্গ অর্থাৎ সপ্তদশী কামকলা, ইহাই ব্রহ্মযোনি। ইহাই মূলত শিবপদ অর্থাৎ পরমপদ, কেননা পরমশিবের স্বাতন্ত্র্যই পরাশক্তি হিসেবে অভিহিত।)
প্রাণ বায়ুর দ্বারা শক্তিচালনা পূর্বক অর্থাৎ হঠ পূর্বক সেই মহারজ-কে মূলাধার হতে ঊর্ধ্বে ব্রহ্মরন্ধ্রের গুহ্যচক্রে ত উপস্থিত চন্দ্রকলা স্বরূপ বিন্দুর সাথে মিলিত করলে, যোগীর দেহ দিব্যদেহে পরিণত হয়। সূর্য ও সোমের এই সামরস্যতা সূচক তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিই একজন প্রকৃত যোগবিদ হিসেবে পরিগণিত হন।
সুতরাং, ত্রিভুবন যোনি এই রজঃকে (ইহা কোনো স্থূল মনুষ্য রজঃ নয়) যারা অপবিত্র বলে মনে করে, তাদের কদাপি মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। তাই যারা বলছে অম্বুবাচীতে এটা করা যাবে না , ওটা করা যাবে না , তারা মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের যুক্তি অনুযায়ী চললে, প্রত্যেক দিনই তাহলে অপবিত্র তথা সারা জগৎটাই অপবিত্র।
সুতরাং কেউ গুজবে কান দেবে না।